EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সহিংস চরমপন্থার মোকাবেলায় আমাদের পরিকল্পনা

জন কেরি
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ প্রকাশিত
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

শান্তিপ্রিয় সমাজের ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বকে অবগত করুন, এবং অপশাসনকে মোকাবেলা করুন যা হতাশার জন্ম দেয়।

আমাদের সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা আগ্রাসন, গণহত্যা, বিশৃঙ্খলা এবং একনায়কতন্ত্রের হুমকির মুখোমুখি হয়েছি। আজকে আমাদেরকে একটি নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রটি ভিন্ন এবং ওই শত্রুকে পরাভূত করে জয়ী হতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও ভিন্ন।

এই একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সহিংস চরমপন্থার উত্থান একটি অত্যাসন্য চ্যালেঞ্জ। সামরিক শক্তি ব্যবহার শিশুদের ঘৃণ্য হত্যা, স্কুল ছাত্রীদের গণ অপহরণ এবং নির্দোষদের শিরচ্ছেদে র যথার্থ ও প্রায়শই আবশ্যকীয় প্রতিউত্তর হিসেবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সামরিক শক্তি একা এ বিজয় অর্জন করতে পারবে না। দীর্ঘমেয়াদে, এ যুদ্ধ জয় সম্ভব শুধুমাত্র আরও বিস্তৃত ও আরও সৃজনশীল হাতিয়ারের মাধ্যমে।

একটি নিরাপদ এবং আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে ধর্মকে অবলম্বন করে সহিংস চরমপন্থা সমর্থনযোগ্য নয়। কোন বৈধ ধর্মীয় ব্যাখ্যা সেই ধর্মের অনুগামীদের অবর্ণনীয় নৃশংসতার শিক্ষা দেয় না, যেমন গ্রাম ধ্বংস করা বা শিশুদেরকে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীতে পরিণত করা। এসব কিছু ব্যক্তির জঘন্য কাজ যারা তাদের অপরাধমূলক ও বর্বর কর্মকান্ড ঘটানোর জন্য ধর্মকে বিকৃত করে।

একটি নিরাপদ ও আরও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রয়োজন ঘৃণা ও পক্ষপাতের দরুন সৃষ্ট বিভাজনে বিভ্রান্ত না হওয়া। এই যুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কোন জায়গা নেই। ইসলাম-ভীতি বা ইহুদী-বিদ্বেষেরও কোন জায়গা নেই। সহিংস চরমপন্থা বিশ্বের যে কোন প্রান্তে প্রাণহানী ঘটিয়েছে এবং এর ফলে মুসলমানদের প্রাণহানী ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। জাতীয়তা, বিশ্বাস, দেশ নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকেই হুমকির সম্মুখীন। আমদের অবশ্যই সন্ত্রাসীদের কাছে প্রতিয়মান করতে হবে যে তাদের এই কৌশল আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার পরিবর্তে আমাদেরকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও আমাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করছে।

ঐক্যের সেই লক্ষ্যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা এই সপ্তাহে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন যেখানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সুশীল সমাজ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা একত্রিত হচ্ছেন। হোয়াইট হাউস এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য এই শীর্ষসম্মেলনে বৈশ্বিক আলোচনার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করবে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে যা র মাধ্যমে সহিংস চরমপন্থাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে উৎকৃষ্ট উদাহরণগুলো চিহ্নিত, প্রয়োগ ও বিনিময় করা হবে। এবং আগামী জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যখন বিশ্ব নেতারা একত্রিত হবেন তখন এই সপ্তাহে যে বিষয়বস্তুর উপর রূপরেখা তৈরি করেছি তার উপর ভিত্তি করে চরমপন্থা মোকাবেলায় আমাদের পদক্ষেপগুলো অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয় হবে।

সরল ভাবে বললে, আমরা সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছি।

সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিশ্বের কাছে তুলে ধরা চরমপন্থী সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিকামী সম্প্রদায়ের শক্তি। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন এমন একটি দর্শন যা ইতিবাচক এবং সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে আগে থেকেই: এমন একটি বিশ্ব যেখানে সহিংস চরমপন্থির নাস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে অধিকতর বাস্তবিক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। সাফল্যের জন্য লস এঞ্জেল্স থেকে লাগোস, প্যারিস থেকে পেশোয়ার এবং বোগোটা থেকে বাগদাদ-এ এই প্রচেষ্টায় নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তাদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন -- কেননা সন্ত্রাসীরা শূন্যে বিরাজ করেনা। তাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সরাসরি সমর্থন না হলেও পরোক্ষ স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। তারা জনশক্তি নিয়োগ করে বিদ্রোহী ও অধিকারহারাদের মাঝ থেকে, এছাড়াও মিথ্যা স্বপ্ন ও ক্ষমতায়নের লোভ দেখিয়ে সব শ্রেণীর মানুষকে তারা আকৃষ্ট করে থাকে। তারা মানুষের ক্ষোভ, অজ্ঞতা এবং দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নেয়।

আজকের দিনের সন্ত্রাসীদের শক্তির মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করলেই আগামী দিনের সন্ত্রাসীদের থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। যেসব পরিস্থিতি সন্ত্রাসীদের জন্ম দেয় সে সকল পরিস্থিতি

আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে শুধুমাত্র সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়েই নয়, বরঞ্চ একে প্রতিরোধেও। এর অর্থ যেসব জনগোষ্ঠীতে সন্ত্রাসীরা জন্ম নেয় সেখানে বিশ্বাসযোগ্য এবং দৃশ্যমান বিকল্প পরিবেশের সৃষ্টি করা।

সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হলো সুশাসন। এটি হয়তো শুনতে দারুণ নয় কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ যখন অনুভব করেন যে সরকার শুধু নিজের স্বার্থের প্রতি নয়, বরং তাদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখে, এবং তাদের উন্নত জীবনের সুযোগ তৈরী করে দেয়, ত খন তাদের পক্ষে একে-৪৭ এর বেল্ট জড়ানো অথবা শরীরে আত্মঘাতী অন্তর্বাস ধারণ কিংবা যারা এগুলো করে তাদেরকে সাহায্য করার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

আমাদেরকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করতে হবে, যে অঞ্চলগুলোকে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে যা সন্ত্রাসবাদের কারন - অথবা যে অঞ্চলগুলোতে দিক পরিবর্তন সম্ভব এবং প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের উর্বরক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব। এরপর আমাদেরকে অবশ্যই ওসব জায়গার বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে কার্যক্রম হাতে নিয়ে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে হবে। সেটা হতে পারে তরুণদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে করে তারা কাজ পেতে পারে এবং একটি সম্মানজনক ও আত্মনির্ভরশীল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারে। অথবা সেটা হতে পারে দুর্নীতি দূরীকরণে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাতে করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পেতে পারে। উভয় ধরনের কার্যক্রমই হাতে নেওয়া যেতে পারে এবং অবশ্যই এছাড়াএ আরো অনেক কিছু করার রয়েছে।

আমাদের সামনে নজির রয়েছে যা আমাদের পথ দেখাতে পারে। আমরা সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে পূর্বেও লড়াই করেছি। আমরা জানি আমাদের কাছে কার্যকরী হাতিয়ার রয়েছে। আমরা ইতিবাচক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শক্তি সম্পর্কেও অবহিত যখন আমরা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করি, যেমন সাম্প্রতিককালে যখন আমরা ইবোলা'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের প্রচেষ্টা সমন্বিত করেছি। চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের আরো বেশী সম্পদ, সৃষ্টিশীল ধারণা এবং কর্মশক্তি প্রবাহ বৃদ্ধি প্রয়োজন, এবং কার্যকরী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিবিড়ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

এই সপ্তাহের শীর্ষ সম্মেলন সব সমস্যার সমাধান করবে না, তবে এটি বৈশ্বিক প্রচেষ্টার অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই: আমরা এখানে দীর্ঘমেয়াদী ও কষ্টার্জিত কাজে জড়িত। আগামী প্রজন্মকে আমরা একটি পরিষ্কার সংকেত দিতে চাই যে তাদের ভবিষ্যত বর্তমানের মত সন্ত্রাসী কর্মসূচী ও সহিংস আদর্শবাদ দ্বারা নির্ধারিত হবে না; আমরা গুটিয়ে যাব না এবং সম্মিলিতভাবে আমরা জয়ী হব। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় এবং সরকারী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ,

এনজিও এবং বেসরকারী খাত প্রত্যেকেরই এখানে ভূমিকা রয়েছে। আমাদের যৌথ নিরাপত্তা নির্ভর করছে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টার উপর।

বিংশ শতক মন্দা, দাসত্ব, ফ্যাসিবাদ এবং একদলীয় মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। এখন আমাদের পালা। সহিংস চরমপন্থার উত্থান আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের জাতি এবং বিশ্ব আইনের শাসন এর উপর হুমকিস্বরূপ। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত চরমপন্থী শক্তির মোকাবেলায় শোভন, ভদ্র, ও যুক্তিসংগত সমাজের পক্ষে প্রয়োজন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া।

==========